আল্লাহ্‌তাআলা ইসলামের উন্নতির যে অঙ্গীকার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)এর সহিত করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ হবে। যে ব্যক্তিরা খেলাফতের সহিত সম্পর্কযুক্ত থাকবেন; তাঁরা অবশ্যই আল্লাহ্‌তাআলার কৃপাধারার উত্তরাধিকারী হতেই থাকবেন।

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইউ.কে. টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

২৭ মে ২০২২

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

আজ ২৭মে'র দিন। এ দিনটি আহমদীয়া জামাআতে খেলাফত দিবস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আমরা প্রতিবৎসর এই দিনটিকে খেলাফত দিবস হিসাবে পালন করে থাকি; কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের উত্তর সর্বদা আমাদেরকে স্মরণে রাখা উচিৎ তথা নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও এর ওপরে বিচার করার তথা চিন্তা-ভাবনা করার জন্য প্রোসাহিত করা উচিৎ। ২৭মে'র দিনটির প্রারম্ভ হয়েছিল ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে; যখন আল্লাহ্‌তাআলা নিজ অঙ্গীকার অনুযায়ী আমাদের ওপর দয়াপরবেশ হয়ে আহমদীয়া জামাতের মাঝে খিলাফতের ব্যবস্থাপনা শুরু করেন।

আঁহযরত (সাঃ)এর এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী; **খিলাফত আলা মিনহাজুন্নবুওয়াত** (নবুওতের অনুসরণে খেলাফত) অন্তিম যুগে স্থাপিত হবে, একথা বলে তাঁর (সাঃ)এর নীরব হয়ে যাওয়াটা একথার স্বীকৃতি দেয় যে; খেলাফত নামক প্রতিষ্ঠানটি সুদীর্ঘ-কাল ব্যাপী চলমান একটা ব্যবস্থাপনা। এ ব্যাপারে যারা একথা বলে যে, রসুলে আকরাম (সাঃ)এর নীরব হয়ে যাওয়ার অর্থ এটাই, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)এর পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া খেলাফতের ব্যবস্থাপনা শীঘ্রই সমাপ্ত হয়ে যাবে, তারা অনুচিত ধারণাকারী লোক। কারণ স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে; এ ব্যবস্থাপনা সুদীর্ঘকাল ব্যাপী ও সূদূর-প্রসারী ব্যবস্থাপনা।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন যে, তোমাদের জন্য দ্বিতীয় বিকাশ দেখারও প্রয়োজন রয়েছে তথা সেটা তোমাদের সামনে আসাটা বেশী উত্তম; কেননা সেটাই স্থায়ী; কিয়ামত পর্যন্ত যার ক্রমধারায় ছন্দপতন ঘটবে না। আর সেই দ্বিতীয় বিকাশ ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সামনে আসবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এখান হতে বিদায় না নেব। আর আমি যখন যাব তখন খোদাতাআলা তোমাদের জন্য সেই দ্বিতীয় বিকাশের ব্যবস্থা চিরস্থায়ী-রূপে করে দেবেন।

অতএব আমাদের মধ্যে ভাগ্যশালী তাঁরাই যাঁরা আহমদীয়া খেলাফত ব্যবস্থার সহিত সদা-সর্বদা অঙ্গাঙ্গীরূপে জড়িয়ে থাকেন তথা নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও এর সহিত জড়িত থাকার সুপরিকল্পনা দিয়ে থাকেন। আর দূর্ভাগ্যশালী ব্যক্তি তারা, যারা আহমদীয়া খেলাফত ব্যবস্থাকে একটা সীমার মাঝে ছোট করে দেখে এবং এরূপ চিন্তা-ভাবনার ললনা করে থাকে। এ সমস্ত ব্যক্তিরাই পূর্বের ন্যায় অসফলতার তথা অকর্মন্যতার সম্মখীন হবে।

আল্লাহ্‌তাআলা ইসলামের পূনরুদ্ধার তথা উন্নতির বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)এর সহিত যে অঙ্গীকার করেছেন; তা অবশ্যই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে। ইনশাল্লাহ্

জামাআত আহমদীয়া ইসলামের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিন দেখতে পাবে। যাঁরা খেলাফতের সহিত সম্পর্কযুক্ত থাকবেন; তাঁরা অবশ্যই আল্লাহ্‌তাআলার কৃপাবারীর উত্তরাধিকারী হতেই থাকবেন। অতএব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্‌তাআলার যে অঙ্গীকারের বর্ণনা করেছেন; যা তিনি অসীম সীমা পর্যন্ত পৌঁছাবেন; আর এটা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)এর পরে খিলাফতীয় ধারার যে ব্যবস্থাপনা; একমাত্র তার মাধ্যমেই সম্ভব। আল্লাহ্‌তাআলা জামাতকে বিকশিত করছেন, স্বয়ং ঐশী প্রক্রিয়ায় লোকেদের পথ প্রদর্শন করতঃ খেলাফতের সহিত সংযুক্তিকরণ করছেন; আর এটা কখনই মানবীয় প্রক্রিয়ায় সম্ভবপর নয়। জামাত আহমদীয়ার বর্তমান খলিফার সহিত এক সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করা; বাস্তবে জগতে যার উদাহরণ সম্ভব নয়। এটা মানবীয় ক্ষমতার বাইরের বিষয়; এটা মানুষের দ্বারা কখনই সম্ভবপর নয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রাঃ)'র বয়আত যেভাবে লোকেরা করেছিলেন; তা আল্লাহ্‌তাআলার প্রকৃত সমর্থন তথা সাহায্য নয়তো কী ছিল? কিছু পাখণ্ডী লোক ব্যতীত, যা প্রত্যেক জামাআতের মাঝে কিছুসংক্ষক লক্ষ্য করা যায়। অতঃপর খেলাফতের জন্য নিজেদের বলিদান দেওয়ার তথা খেলাফতকে প্রিয় জ্ঞানকারীদের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। আবারো দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচনের সময়ে সেইরূপে বিরোধীদের উৎপাত চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায়। বিরোধীদের উপদ্রব, বিদ্রোহ, চেঁচামেচি তথা যতপ্রকারের উৎপাত করা সম্ভব, তারা করেছে; তথাপিও বিশ্ব দেখেছে, জামাআত আহমদীয়া কিভাবে দ্রুত থেকে অতিদ্রুত তার প্রগতির ধারা অব্যাহত রেখেছে। বিশ্বে মিশন হাউস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; নতুন নতুন মসজিদ তৈরী হয়েছে, লিটারেচারের প্রকাশন হয়েছে। সেই কাজ যা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)এর আগমন; তা নিজ গতিতে এগিয়েই চলেছে। অতঃপর তৃতীয় খেলাফতের সময়ে সরকারী আক্রমণের ঝোড়ো হাওয়া সত্ত্বেও, জামাআতকে কিভাবে আল্লাহ্‌তাআলা উন্নতির সোপানে আরোহন করিয়েছেন। ভিক্ষার ঝুলি জামাআতের হাতে ধরানোর অপচেষ্টা-কারীদেরকে স্বয়ং অপমানিত ও বিপর্যস্ত অবস্থায় পৃথিবী হতে বিদায় নিতে হয়েছে। চতুর্থ খেলাফতের যুগে আহমদীয়াত-বিকাশের আরও এক দ্বারের উন্মোচন হয়। জামাত আল্লাহ্‌তাআলার সমর্থন এবং সহায়তার দৃশ্য অবলোকন করে, ইসলামে প্রচার ও প্রসারের নব নব রাস্তা তৈরী হয়। যুগ-খলিফার হাত কর্তনের অপচেষ্টাকারীদের নিজেদের-ই হাত কর্তিত হয়ে তাদের শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ধূলি-ধূসরিত নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে; পরন্তু জামাতের প্রগতি থেমে থাকেনি, তবলীগের মাঠ প্রসারিত হয়েছে, এম.টি.এ-র শুভারম্ভ হয়েছে; যার মাধ্যমে প্রত্যেক ঘরে ঘরে আহমদীয়াতের পয়গাম পৌছতে শুরু হয়েছে। এসব যদি আল্লাহ্‌তাআলার অঙ্গীকার পূর্ণ হওয়া নয় তো আর কী? আবার পঞ্চম খেলাফতকালে আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর সাহায্য, সহযোগিতা তথা সমর্থনের দৃশ্য দেখিয়েছেন। এম.টি.এ-র একটি চ্যানেল থেকে সাত-আটটি চ্যানেল বিভিন্ন ভাষায় প্রসারন হচ্ছে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন প্রোগ্রামের অনুবাদ শুরু হয়ে গেছে। বিশ্বের প্রত্যেক কোনায় কোনায়, যেখানে প্রথমে এম.টি.এ দেখা যেত না সেখানেও এম.টি.এ পৌঁছে গেছে তথা যে দেশের যে ক্ষেত্রে যে ভাষায় বসবাসকারী রয়েছে, তাদের প্রত্যেকের স্থানীয় ভাষায় আহমদীয়াত তথা বাস্তবিক ইসলামের সংবাদ পৌঁছে যাচ্ছে; এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ পবিত্রাত্মারা আহমদীয়াত কবুলিয়তের সুযোগ পাচ্ছেন। এম.টি.এ. রেডিও প্রোগ্রাম ছাড়াও আল্লাহ্‌তাআলা স্বয়ং পবিত্রাত্মাদিগকে স্বপ্নের মাধ্যমে তথা বিভিন্ন প্রকার লিটারেচরের মাধ্যমেও সঠিক রাস্তার সন্ধান দিয়ে চলেছেন যার মাধ্যমে লোকেরা আহমদীয়াত গ্রহনের সুযোগ লাভ করছেন।

আমরা যখন আহমদীয়াতের ইতিহাস দেখতে যাই, বুঝতে পারি যে কিভাবে মুষ্টিমেয় ব্যক্তি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)কে মান্য করার এবং আল্লাহ্তাআলা তাঁর (আঃ)এর যুগেই তাঁদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়ালের যুগেও এ ধারা অব্যাহত ছিল, আল্লাহ্তাআলা স্বয়ং এঁদের পথ প্রদর্শন করেছেন। আবার দ্বিতীয় খলিফার যুগেও এ ঘটনা ঘটে। পুরাতন বংশে এরূপ ধারা অব্যাহত ছিল যে, কিভাবে আল্লাহ্তাআলা তাঁদের পূর্ব-পুরুষদেরকে সত্য গ্রহণ করার তৌফিক দান করেছেন। অতঃপর তৃতীয় খেলাফতকালেও এ ধারা দৃষ্ট হয়। চতুর্থ খেলাফতকালেও অগণিত দিব্যাত্মাদিগকে আল্লাহ্তাআলা স্বয়ং আহমদীয়াত গ্রহণ করার পথ প্রদর্শন করেন। এ সমস্ত-কিছু আল্লাহ্তাআলা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)কে যে অঙ্গীকার করেছেন তার পরিণাম-স্বরূপ ছিল। এভাবেই প্রত্যেক খেলাফতকালে জামাতের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। পঞ্চম খেলাফতকালেও আল্লাহ্তাআলার এরূপ সাহায্য অব্যাহত থাকে। প্রতিনিয়ত আল্লাহ্তাআলা তবলীগের নতুন নতুন রাস্তা উন্মোচন করতে থাকেন তথা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)এর পয়গাম; যা ইসলামের মূলমন্ত্র, তা শোনার এবং তা গ্রহণ করার প্রতি লোকেদের হৃদয়কে আপ্লুত করতে থাকেন। আহমদীয়াত গ্রহণ করার নিত্য নতুন এরূপ ঘটনাক্রম; যা বিশুদ্ধরূপে যে আল্লাহ্তাআলার সমর্থনপুষ্ট তারই প্রমাণ বহন করে; অন্যথা কেবলমাত্র মানব প্রয়াসের ফলে কখনই দিকে দিকে লোকেরা এভাবে তা গ্রহণ করত না।

হুযুর পুর-নূর (আইঃ) বিশ্বব্যাপী স্বপ্নের মাধ্যমে আহমদীয়াত গ্রহণের অতীব ঈমানোদ্দীপক বৃত্তান্ত বর্ণনা করে বলেন, অতঃপর এই হল সেই নিষ্ঠা এবং প্রতিজ্ঞা পালনের দৃষ্টান্ত যা আল্লাহ্তাআলা লোকেদের অন্তরে সৃষ্টি করে চলেছেন এবং ইনশাল্লাহ্ কিয়ামত পর্যন্ত আজ্ঞাকারীদের শ্রদ্ধায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)এর জামাতকে প্রদান করে যাবেন; আহমদীয়ার খেলাফতকে প্রদান করে যাবেন; জগৎপূজারীরা যাদের বিষয়ে অনুভব-অনুমান করতেও সক্ষম হতে পারে না।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, জার্মানীতে একজন আরব ব্যক্তি বয়আত করেন। জনৈক পরিচিত ব্যক্তি যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করে যে, তুমি কি কাদিয়ানী হয়ে গেছ? সেই নব-আহমদী উত্তরে বলেন; তোমরা এখানে এক'শ আরবীয়ান রয়েছ; তোমরা কোন বিষয়ে কখনো কি একমত হতে পেরেছ? আহমদীয়া জামাতের মাঝে মাত্র একজন ঈমাম রয়েছেন এবং তাঁর আদেশে সকলেই উঠে দাঁড়ায় এবং বসে যায় তথা এজন্যই এঁদের প্রত্যেক কাজে বরকত রয়েছে, অতএব বল যে; তোমাদের মধ্যে এমন কি বিশেষত্ব রয়েছে, যার কারনে আমি এ জামাত ছেড়ে তোমাদের সঙ্গে চলে আসব?

তিনি (আইঃ) বলেন; সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত খেলাফতের সহিত প্রত্যেক আহমদী সংযুক্ত থাকবে, আল্লাহতাআলার কৃপা তথা অনুকম্পার উত্তরাধিকারী হতে থাকবে। এজন্য আমাদের কওমকে খোদাতাআলার শিক্ষানুযায়ী তৈরী করতে হবে। তবেই এ অনুকম্পা লাভকারী সিদ্ধ হবে। এ হচ্ছে আল্লাহ্তাআলার অঙ্গীকার, যে ব্যক্তি ঈমান আনয়নের সঙ্গে সঙ্গে নিজ আমলকেও আল্লাহতাআলার নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী তৈরী করবে, সে খেলাফতের বরকত হতে লাভান্বিত হতে থাকবে; অর্থাৎ আমরা যেন আল্লাহ্তাআলার ওপরে সম্পূর্ণরূপে ঈমান আনয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ইবাদতের অধিকার আদায়কারী হতে পারি সেই সঙ্গে আমরা যেন আমাদের

প্রত্যেক আমল আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে করতে পারি, তবেই পরিপূর্ণ-রূপে আমরা অনুগ্রহ লাভ করতে সক্ষম হব।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন; প্রত্যেক আহমদীর খেলাফতের প্রতি নিষ্ঠা এবং প্রতিজ্ঞা পালনের সম্পর্ক হওয়া উচিৎ; আর সে ব্যক্তিই বয়আতের অধিকার আদায়কারী সাব্যাস্ত হবে, যে এ স্তর অতিক্রম করতে সক্ষম হবে। আর আমাদের মধ্যে যখন এরূপ সৃষ্ট হবে; তবেই আমরা আজকের খেলাফত দিবসের অধিকার আদায়কারী সাব্যাস্ত হতে পারব। আল্লাহ্‌তাআলা প্রত্যেককে এর সামর্থ প্রদান করুন; যাতে করে সকলে খেলাফতের হাতে বয়আতের অধিকার আদায়কারী হতে পারে তথা আল্লাহ্‌তাআলার কৃপালাভকারীও হতে পারে।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

BANGLA KHUTBA KHULASA JUMAH
HUZOOR ANWAR (ATBA)

27 MAY 2022

DISTRIBUTED BY

AHMADIYYA MUSLIM MISSION

......................P.O.............................

Distt: ....W.B.

Prepared by MANSURAL HAQUE

MUBALLIG-IN-CHARGE; DISTT : ALIPURDUAR, W.B.

TO,

____

____

____

____

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in